তারিখ ..19 JUL 1992
পৃষ্ঠা... ৪ ......কলাম .. ৩...

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যার্থী

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

শশু মায়ের শোভা, বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের। সুরম্য হর্ম্যরাজি, সুশোভিত উদ্যান নয়, বিশ্ববিদ্যালয় বিকশিত হয় বিদ্যার্থীদের মধ্যে। তারা এর প্রাণ, এর শ্বাস প্রশ্বাস। নানা কারণে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ থাকে, হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা থাকে না, তাদের কলরব কোলাহল শোনা যায় না করিডোরে, ক্যাফেটেরিয়ায়, ক্যান্টিনে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে হয় নিষ্প্রাণ। যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের, কিংবা দু'চার জন শিক্ষককে দেখা যায় তাদেরকেও মনে হয় নিঃসঙ্গ। মনে হবারই কথা। কারণ শিক্ষক ও ছাত্র এ দুয়ে মিলেই তো বিশ্ববিদ্যালয়। এ দু'য়ের এক অনুপস্থিত থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয়, 'বারিশূন্য সরোবর; দৃষ্টিশূন্য নয়ন'। দূর অতীতে না হলেও, গত দুই দশক যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক কোন ধরনের এবং এর কাঠামো ও কার্যক্রম তাদের অবস্থান বা ভূমিকাই বা কি— এ নিয়ে নানা ধরনের মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কানাডার ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ইমিরিটাস এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ম্যারে জর্জ রস তার এক গ্রন্থে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন কতিপয় প্রশ্নাকারে : ছাত্রের ভূমিকা কি একজন শিক্ষানবিস বা Apprentice সদৃশ— Working closely with a master,— believing the master, studying his the master's ways and gradually becomeing a master? একজন জ্ঞানবিশারদের একান্ত সান্নিধ্যে কাজ করা তাকে অনুসরণ করে, তার উপর প্রত্যয় স্থাপন করে বিশারদের নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য অর্জন করা? অথবা সঠিক সম্পর্ক হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্ব— অধীন একজন ওয়ার্ড বা প্রতিপাল্যের — যাকে তার মা বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এবং হেফাজতে তুলে দিয়েছেন, তার কল্যাণ, বিদ্যা বুদ্ধিগত ও নৈতিক প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব দিয়ে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি নিছক ক্লায়েন্টের— পেশাদারী মনোভাব নিয়ে শিক্ষকের খোঁজে আসে "to help in areas of interest and need? অথবা সম্পর্কটা ক্রেতার Who having certain needs, locate places where services to meet their needs can be purchased? শিক্ষার্থী কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে একজন গ্রাহক হিসেবে তার প্রয়োজনীয় সেবা কিনে নেবার জন্য? কিংবা সে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য, এবং সদস্যের প্রাপ্য সব অধিকার ভোগ করবে এবং তার উপর ন্যস্ত সব দায়-দায়িত্ব পালন করবে?

প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থাকেনি। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশ্নসমূহের সমাধান পাওয়া গেছে। সুতরাং শুরুতে যেতে হয়। অনেকেই হয়তো আপত্তি করবেন— আবার অতীতে ফিরে যাওয়া কেন? [illegible]liton without revolution is [illegible]y but revolution without tradition is blind. পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন উপেক্ষা করে যে প্রতিষ্ঠান অতীতে মোহান্ধ হয়ে থাকে তা জীবনী শক্তি এবং আবশ্যকতা হারিয়ে ফেলে। অন্য দিকে, ঐতিহ্য—কোন অনুভূতিশীলতা অতীতের সফলতা লব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুসঙ্গতি ও সৃজনশীল ক্রমবৃদ্ধি সম্ভব নয়। অবশ্য এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রস এর উত্থাপিত প্রশ্নাবলী হয়তো অনেকের কাছেই অবান্তর মনে হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রদের, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের— সব সম্পর্কই তো আজ বিপন্ন, বিনষ্ট। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং কর্তৃপক্ষ— প্রত্যেকেরই এককভাবে ও একত্রে পালনীয় ভূমিকা রয়েছে। আগ্রহ ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পৃথক বা সংঘবদ্ধ যে কোন ভাবেই হোক তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারছেন কৈ? তারা যে আজ এক দানবীয় শক্তির কাছে পরাজিত, পরাভূত। কিন্তু এ তো একদিনে হয়নি, এক বছরে হয়নি। দীর্ঘকালের অবহেলা, নিষ্ক্রিয়তা, নির্বিকারত্বের ফলে আজকের এই অবস্থা। তাই অতীতে যে সব প্রশ্নের মীমাংসা, যে সব সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে, আজকের পরিস্থিতি ভিন্নতর হলেও, সে সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকলে এই পরিণতির গভীরতা উপলব্ধি করা সহজ হবে। হয়তো নিবিড় অন্ধকারে, আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে। একটা পথও হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

অষ্টশত বছর আগে মধ্যযুগীয় অন্ধকার অতিক্রম করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, জ্ঞানার্থীর জ্ঞান পিপাসা আর উদ্যোগেই জন্ম নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। নৃপতি, গীর্জা বা সামন্ত প্রভু— কারুই এ ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা ছিল না। বরং তারা উদ্যোক্তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবেই গণ্য করতো—তাদের প্রতি প্রজাকূলের আনুগত্য হয়তো অক্ষুণ্ন থাকবেনা এই আশঙ্কায়। জ্ঞানতাপস জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেন এবং তারই আকর্ষণে ইউরোপের দূর দূরান্ত থেকে মধ্যযুগীয় পথের বিপদ উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা জড়ো হত প্রদীপের চারপাশে। এমনি করেই একদা শুরু হয়েছিল সালারনো, বোলগনা প্যারী, অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়। না, প্রাথমিক পর্যায়ে এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা অনুদান ছিল না। প্রয়োজন পড়েনি রাজার 'চার্টার' বা সনদের। অনুদান বা সনদ নিয়ে তারা এগিয়ে এলেন অনেক পরে যখন দেখা গেল এগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগীয় এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর অবস্থান দু'ধরনের ছিল। ইতালীর সালারনো এবং বোলোগনাতে ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি ছিল প্রধানত আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার জন্য পেশাদারী প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে প্রাপ্ত বা পরিণত বয়স্করাই পড়াশোনা করত যাদের উদ্যোগেই এগুলোর প্রতিষ্ঠা, সুতরাং পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতেই ছিল। "There was never any question of disciplining the students, rather it was a matter of disciphine for the masters." নিয়ম শৃঙ্খলা শিক্ষকের জন্য, ছাত্রের জন্য নয়। এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাইরের কোনও নিযুক্তি বা পদ গ্রহণ করতে হলে শিক্ষককে ছাত্রদের অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু প্যারী, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রীজে ছিল ঠিক এর বিপরীত। সেখানে বিশ্ববিদালয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল শিক্ষকদের হাতে, ছাত্রেরা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপাল্য বা ওয়ার্ড। তাদের চলতে হতো শিক্ষকের আদেশ উপদেশ অনুযায়ী। কালক্রমে ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র কর্তৃত্ব হ্রাস পেল এবং শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল— তারা একটা বিশেষ সুবিধা ভোগ করতো। তারা বাইরের বৃহত্তর জীবনে প্রয়োগযোগ্য বহু বিধিবিধান এবং আইনের আওতা থেকে মুক্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্বশাসিত সংস্থা এবং সে জন্য এর সীমানার বাইরে ছাত্রদের অবৈধ অসঙ্গত আচরণ বা সাধারণ অপরাধের বিচার কোর্টে হতো না; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিচার বিবেচনার জন্য তা পেশ করা হতো। এ ধরনের উচ্ছৃখলতা, বা অপরাধের জন্য ছাত্রেরা দায়ী থাকতো বাইরের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে। ফলে, তাদের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বের মাত্রা বেড়ে গেল এবং সেই কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের অবস্থানকে তারা সহজেই মেনে নিল। কারণ বাইরে প্রচলিত দণ্ডবিধির চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দণ্ডবিধি কঠোরতায় অনেক কম। অবশ্য ছাত্রদের এই বিশেষ সুবিধা ভোগ বা স্টেটাস এর কারণে সে সময় এবং পরবর্তীকালে প্রায়ই 'টাউন বনাম গাউন' উত্তেজনা দেখা দিত, সংঘর্ষ বাঁধত। ছাত্রদের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রথম পর্যায়ে শিথিল ছিল কারণ ছাত্ররা ছিল অনেকটা যাযাবর ধর্মী, তারা এক শিক্ষকের কাছ থেকে আরও বেশী খ্যাতিমান শিক্ষকের কাছে যেতো— এক দেশ থেকে আর এক দেশে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় যখন একটা স্থায়ী অবয়ব নিয়ে গড়ে উঠতে লাগল, একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিল, তখন শিক্ষার্থীর জীবনধারা অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আনার বিষয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হলো। এক দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক কারণেই একসঙ্গে একখানে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিত। এ ব্যবস্থা 'নেশান' নামে পরিচিত ছিল, পরবর্তীতে তা 'হোস্টেল' বা ছাত্রাবাসে পরিণত হল। অক্সফোর্ড কেম্ব্রীজে এর নাম হল 'কলেজ'— যেখানে শুধু থাকা খাওয়া নয়, শিক্ষাদানও হতো। এই উপমহাদেশে অতীতে গুরুগৃহে এরকম ব্যবস্থাই ছিল— আহার বাসস্থান বিদ্যাদান সবই একখানে, একই সঙ্গে। এ ব্যবস্থায় বিশ্বব্যািলয়ের নিয়মকানুন, বিধিবিধান, আদেশ-উপদেশের প্রতি শিক্ষার্থীর আনুগত্য নিশ্চিতকরণ সহজতর হল। অক্সফোর্ড কেম্ব্রীজের ছাত্ররা ভোর ছটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দৈনন্দিন কার্যসূচী ও নিয়মকানুনের যে নিগড়ে বাধা থাকতো তার বিবরণ শুনলে আজকের এ দেশের ছাত্ররা আঁৎকেউঠবে।

মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের শুরু থেকে পরবর্তী সাড়ে চার শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫০০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যার্থীর সম্পর্কের যে ধারণা প্রতিভাত হল, প্রাধান্য পেল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ ও বাইরের বৃহত্তর সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল তা হলো — 'in loco parentis' পিতৃমাতৃতুল্য অভিভাবক আর সন্তানতুল্য প্রতিপাল্যের সম্পর্ক। ছাত্রের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্বের প্রতি একনিষ্ঠভাবে অনুগত থেকে বিদ্যার্জনে তার মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রক্রিয়ায় নিজকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেবে। এ ধারণার যে ব্যত্যয় ঘটেনি, তা নয়। ছাত্রেরা যে নীরব রয়েছে এমন নয়। ধীরে ধীরে তারা নিজদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে অধিকারের জন্য হাত বাড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে দাবী উত্থাপন করেছে। নিজদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে তারা ইউনিয়ন গঠন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ছাত্রকল্যাণ ও অধিকার অর্জন সামনে রেখে এ ধরনের ইউনিয়ন বা নির্বাচিত ছাত্র পরিষদ্ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তা শুরু হয়েছিল ১৮৮৪ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে যেখানে ফিৎসুরয় বেল্ নামে একজন ছাত্রনেতা প্রথম এ ধরনের ছাত্র পরিষদ গঠন করে। এর লক্ষ্য ছিল ছাত্র অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে "To bring firm but friendly pressure on university authorities : এই ছাত্র পরিষদ আমাদের দেশের ডাকসু, বাকসু, চাকসু, জাকসু এবংবিধ নামে